উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা

নির্বাহী সম্পাদক
আসাদ মাহমুদ

সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী
☐ মোঃ জিয়াউদ্দিন ☐ আহমেদ হাসান
☐ আসিফ রাজ ☐ রাইস এস ফিরোজ
☐ জহিরুল করিম ☐ শেখ এ. শাহীদ
☐ লীনা ইনাম ☐ রেহানা আখতার
☐ দিলারুল ইসলাম ☐ শম্পা মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি
তানভীর আহমেদ লেলিন — আমেরিকা
জামাল উদ্দীন মাহমুদ — আমেরিকা
ডঃ খান মনজুর-এ-খোদা — কানাডা
ডঃ এস মাহমুদ — বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী — অষ্ট্রেলিয়া
এ,এস,এম, আশরাফুল হক — চীন
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান — পাকিস্তান
হাফনুর রশিদ — জাপান
আবুল কাশেম মিয়া — জাপান
এস, ব্যানার্জী — ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুদ্দোহা — সিংগাপুর
মোঃ জাহিদুর রহমান — মালয়েশিয়া
এন, এম, আমাদ — সুইডেন
মোঃ হাফিজুর রহমান — হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ — মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ ঃ ঢাকা ফালার ক্যাম পিঃ
কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬, ৫০৫৪১২ ফ্যাক্স ঃ ৮৬২১৯২
মুদ্রণে ঃ ন্যাশনাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১, বেগম বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
ফারহানা হামিদ
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক
এম. এ. হক অনু
প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬, ৫০৫৪১২ ফ্যাক্স ঃ ৮৬২১৯২

গ্রাহক হতে হলে

দুই বছরের জন্য (রেজিষ্ট্রি ডাকে) তিনশত টাকা, এক বছরের জন্য (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ছয় মাসের জন্য (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা নগদ, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ কমপিউটার জগৎ নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক কমপিউটার জগৎ
অক্টোবর ১৯৯৫

সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসুন

৫০০ বিলিয়ন ডলারের বিশ্ব সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রির বাজারে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশের পথ বর্তমানে প্রযুক্তিগত দিকে অনেকটা সুগম হতে যাচ্ছে। টিএন্ডটি কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুত আর্ন্তজাতিক ভিস্যাট সার্ভিস এবছরের ডিসেম্বর মাসে চালু করলে এক দিকে যেমন উচ্চগতিতে বিশ্বব্যাপী তথ্য আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটবে, অন্য দিকে বহুল আলোচিত ইনফরমেশন সুপারহাইওয়ে ইন্টারনেটের অনলাইন সংযোগ পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে ঢাকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী সম্পূর্ণ করে শুধু ভিস্যাটের অপেক্ষায় আছে। এখনও ইন্টারনেট সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। তবুও কিছু দিনের মধ্যেই বর্হিবিশ্বের সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ পুরোদমে শুরু করা যাবে বলে আমরা আশা করছি। তখন মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব-বাজরে বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের পথ প্রশস্থ হবে।

কিন্তু কেবল উচ্চ গতিতে তথ্য আদান-প্রদানের সুবিধা এবং ইন্টারনেট সংযোগ দিয়েই বিশ্ব সফটওয়্যার বাজারে অনুপ্রবেশ করা যাবে না। এখন প্রয়োজন পড়বে বিপুল সংখ্যক প্রোগ্রামার। গত বছরের প্রথম দিকে বিসিসি ও ইউএনডিপির যৌথ উদ্যোগে দেশের সফটওয়্যার শিল্পের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সফটওয়্যার কুশলীদের উপর জরীপ চালিয়ে প্রকল্পের বিদেশী উপদেষ্টা জন মরিসন তার প্রাথমিক রিপোর্টে দক্ষ প্রোগ্রামার তৈরীর ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মরিসন অবিলম্বে বছরে অন্তত ১০০০ (এক হাজার) ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রোগ্রামার (এক বছর মেয়াদী) তৈরীর পরামর্শ দেন। কিন্তু পরবর্তী এক বছরে এ ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা নেয়া হয় নি। এ বছরের প্রথমদিকে মরিসন তাঁর চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেন। তার রিপোর্টকে কেন্দ্র করে এক দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং বিসিসি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং দেশের বিশিষ্ট কমপিউটার বিশেষজ্ঞগণ ঐ সেমিনারে অংশ নেন। সেমিনারের শেষে সরকারের কাছে সুপারিশমালাও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তী ছয় মাসে এ ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি বা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ নেয়ার খবরও পাওয়া যায় নি, আমরা গত সারড় চার বছর যাবৎ একই বিষয়ে সরকারের নিকট জোর দাবী জানিয়ে আসছি অথচ বিসিসির দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন দু'জন মন্ত্রী।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি শিল্পের বিকাশের জন্য সরকারের সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস হার-হামেশাই ব্যক্ত করে আসছেন। আমরা মনে করি ইউনিডোর বিশেষজ্ঞগণ মরিসনের রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী বছরে ১ হাজার ট্রেনিং প্রাপ্ত বা জুনিয়র প্রোগ্রামার কোন দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার সায়েন্স বিভাগ, বুয়েট, বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর কমপিউটার বিভাগ, আইইউবিএটি, মাইক্রোল্যান্ড, আইবিসিএস প্রাইমেক্স, এনএসিডি, ন্ট্রামস, ব্র্যাক ও প্রশিকার কমপিউটার সেন্টার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমন্বিত করে প্রয়োজনে বিদেশী বিশেষজ্ঞের তত্ত্বধানে কোর্স তৈরী করে বছরে ১ হাজার প্রোগ্রামার তৈরী করা সম্ভব। এ ব্যাপারে ইউনিডোর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান করা সম্ভব হবে।

বিগত বিসিসি ইউনিডো আয়োজিত সেমিনারে ইউনিডোর বিশেষ প্রতিনিধি (জেনেভায় কর্মরত) মিঃ মিশ্র কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিনিধিকে জানিয়েছিলেন যে সরকার যদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উপস্থাপন করতে পারে তবে ফান্ডের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ফান্ড আছে কিন্তু ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না প্রকল্পের অভাবে। ইউনিডোর ঢাকা প্রতিনিধি মিঃ মরিসনকে সদস্য হিসাবে অর্ন্তভূক্ত করে বিসিসিসহ দেশের বিভিন্ন কমপিউটার কোর্স প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে অবিলম্বে প্রোগ্রামার তৈরী পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্যোগী হতে হবে।

আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় হলো যে এখন পর্যন্ত সরকারী পর্যায়ে শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় সফটওয়্যার ও ডাটা এন্টি শিল্পের জন্য কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু সফটওয়্যার/ডাটা এন্ট্রি শিল্পও যেহেতু একটা শিল্প উদ্যোগ তাই গার্মেন্টস বা চামড়া শিল্পের মত এই শিল্পের বিকাশের জন্যেও মুলতঃ শিল্প মন্ত্রনালয়কে এগিয়ে আসতে হবে। তথ্য আদান-প্রদানের সুবিধা এবং দেশে দক্ষ প্রোগ্রামার পাওয়া গেলে অনেক উদ্যোক্তাই সবচেয়ে বিকাশমান এই শিল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে। সফটওয়্যার শিল্পকে শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবেই শিল্প মন্ত্রণালয়কে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই শিল্পের সাথে জড়িত উদ্যোক্তারা যেন ব্যাংক ঋণের সুবিধা পায় তার জন্য ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে হবে। দেশের অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোর বিকাশের জন্য যে সব সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে সফটওয়্যার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঐ ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা রাখতে হবে।

ভিস্যাট সংযোগের পর '৯৬ এর মাঝামাঝিতে ডাটা এন্ট্রিগুলো পুরোদমে শুরু করে ডিসেম্বরের মধ্যে যেন বিশ্ব সফটওয়্যার বাজারে আমরা দৃপ্ত পদচারণা করতে পারি তার জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে সম্মিলিত উদ্যোগ নিলে তা এদেশের রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস শিল্পের চেয়ে বেশী সাফল্যের এক অধ্যায় সৃষ্টি করবে বলে আমরা মনে করি। ☐

লেখক সম্পাদক ঃ ☐ রেজাউল করিম ☐ আবদুল হালিম ☐ গোলাম নবী জুয়েল ☐ মোঃ হাসান শহীদ